২৩-০৭-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্-শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইস : ২৮-০৪-৮২ মধুবন

সর্বাংশে (সর্বস্ব) ত্যাগীর নিদর্শন

বাপদাদা চারিদিকের সেই মহাত্যাগী বাচ্চাদের দেখছেন, যারা সর্বাংশ ত্যাগ করেছে । কোন্ কোন্ বাচ্চারা এই মহান ভাগ্যের প্রাপ্তি লাভ করেছে বা নিকটে পৌঁছেছে ! এইরকম নিকটস্থ হয়েছে অর্থাত্ সেই রকম সমান, শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ ত্যাগী বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত । সর্বাংশে ত্যাগী বাচ্চারা কোন বিশেষত্বের আধারে নিকটস্থ বা সমান হয় ? সাকার তনের দ্বারাও বলা লাষ্ট তিনটি বচনে বাবা তিনটি বিশেষত্ব বলেছিলেন :-

১) সাকার হয়েও সংকল্পে সদা নিরাকার, সদা পৃথক হয়েও প্রিয় এবং বাবার প্রতি স্নেহশীল আত্মা হওয়া ।
২) কথায় সদা নিরহংকারী অর্থাত্ সদা রুহানী মাধুর্য এবং বিনম্রতা থাকা ।
৩) সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতি কর্মে নির্বিকারী হওয়া অর্থাত্ পিওরিটির পার্সোনালিটি থাকা ।

সুতরাং, তোমার সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা মহাদানী এবং বরদানী হও । বরদানী এবং মহাদানী হয়ে তোমার মস্তক (ললাট) দ্বারা সকলকে তাদের স্বরূপ স্মরণ করাও । তোমার নয়নের রুহানী দৃষ্টি দ্বারা সবাইকে তাদের স্বদেশ অর্থাত্ মুক্তিধাম এবং স্বরাজ্য অর্থাত্ জীবনমুক্তির দর্শন করাও । তোমার দৃষ্টি দ্বারা তাদের রাজ্যের আভাস দাও বা পথের ইশারা করো । আত্মাদের সেইরকম অনুভবের বরদান দাও, যাতে তারা বুঝতে পারে, এটাই তাদের আসল ঘর, তাদের রাজ্য । তারা যাতে বুঝতে পারে, তাদের ঘরের রাস্তা, রাজ্যপ্রাপ্তির রাস্তা তারা খুঁজে পেয়েছে । এইরকম মহাদান বা বরদান লাভ করে তারা যেন নিরন্তর প্রসন্ন হয়ে যায় । তোমার মুখ দ্বারা রচয়িতা এবং রচনা সম্পর্কে তাদের বিশদে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দাও এবং রচয়িতার প্রথম রচনা 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যে সে-ই দেবতা' হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করাও । একইভাবে, হস্ত দ্বারা বরদানী হয়ে অন্যকে, যারা শ্রেষ্ঠ কর্ম ক'রে শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করে, তাদের নিরন্তর সহজযোগী এবং কর্মযোগী হওয়ার বরদান দাও । তোমার পাদপদ্মের দ্বারা প্রতি পদে ফলো ফাদার ক'রে, প্রতি পদে শত উপার্জন জমা করার বরদান দাও । তোমার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ অনুভূতি করানোর বরদানী হও অর্থাত্ নির্বিকারী জীবনের অনুভূতি । সর্বাংশ ত্যাগীর মধ্যে এই তিন বিশেষত্ব স্পষ্টতঃ দেখা যাবে । সর্বাংশে ত্যাগী আত্মা কখনও কোনরকম বিকারের অংশমাত্রেরও বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করেনা । বিকারের রয়্যাল চিহ্নস্বরূপ সম্পর্কে তোমাদের আগেই বলা হয়েছিলো । বিকারের স্থূল রূপ সমাপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু রয়্যাল রূপ এখনও রয়ে গেছে । এইসব তো তোমাদের মনে আছে, তাই না ! ব্রাহ্মণের ভাষাও রয়্যাল হয়ে গেছে ! তার বিস্তার অনেক লম্বা ! "আমিই যথার্থ বা আমিই ঠিক" - নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে এইরকম অনেক রয়্যাল ভাষা তোমরা ব্যবহার করো । নিজের দুর্বলতা লুকিয়ে অন্যের দুর্বলতা প্রমাণ করতে যাওয়া বা স্পষ্ট করার জন্যে তার বিস্তারে যাওয়ার এইরকম অনেক রয়্যাল শব্দ আছে । এও অনেক বড় ডিকশনারি ! কিন্তু এটা বাস্তবিকতা নয়, এটা কিভাবে নিজেকে প্রমাণ করবে বা নিজের দুর্বলতা লুকাবে তার মনমত । এর বিস্তার তোমরা সবাই ভালোভাবে জানো । সর্বাংশে ত্যাগীর ভাষা কখনও এমন হয়না যাতে কোনোপ্রকার বিকারের অংশমাত্র থাকে । মন্সা-বাচা-কর্মণায় সামান্যতম বিকারের চিহ্নমাত্রকে নিরন্তর অতিক্রম করাই সর্বাংশে ত্যাগী হওয়া; সর্বাংশের ত্যাগ ।

সর্বাংশে ত্যাগীর মধ্যে সর্বদা বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার বিশেষত্ব থাকে । সদা দাতার সন্তান, বরদাতা হয়ে সবাইকে দিতে চাওয়ার অনুভবে পরিপূর্ণ থাকে । সে বলবে না যে, যদি অন্যে এটা করে অথবা, যদি এইরকম পরিস্থিতি বা এইরকম বায়ুমণ্ডল হয় তবে সে কিছু করবে । অন্যের সহযোগ নিয়ে তারা নিজের কল্যাণের শ্রেষ্ঠ কর্ম করে অর্থাত্ প্রথমে নিয়ে পরে দেয়, প্রথমে সহযোগ নিলো আর পরে দিলো, অর্থাত্ দেওয়া আর নেওয়া উভয়ই একসাথে । যাই হোক, সর্বাংশ ত্যাগী মাস্টার দাতা হয়ে নিরন্তর পরিস্থিতির পরিবর্তন ক'রে কল্যাণ নিয়ে আসার, দুর্বলকে শক্তিশালী বানানোর, নিজের ক্ষমতার দ্বারা বায়ুমণ্ডল বা মনোভাবের রূপান্তর করার দায়িত্বভার নিজের বলে মনে করে । সবরকম পরিস্থিতিতে তার সহযোগ এবং শক্তির মহাদান বা বরদান দেওয়ার সংকল্প থাকবে । সে কখনও বলেনা, "যখন এইরকম হবে আমি এটা করবো" । না ! সে মাস্টার বরদাতা হয়ে পরিবর্তন নিয়ে আসার শুভ ভাবনা দ্বারা নিরন্তর তার শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করে অর্থাত্ দেওয়ার কাজ করতে থাকে । "আমাকে দিতে হবে ! আমাকে এটা করতে হবে ! আমাকে বদলাতে হবে ! আমাকে নির্মাণ অর্থাত্ নিরহংকারী হতে হবে !" এইভাবে যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেই উদ্যম নেয় তারা অর্থাত্ তাদের দাতা হওয়ার বিশেষত্ব থাকে ।

সর্বাংশ ত্যাগীরা সর্বদা গুণ মূর্ত । গুণ মূর্ত হওয়ার অর্থ হল গুণবান হওয়া এবং সবার মধ্যে গুণ দেখা । যদি কেউ গুণমূর্ত হয় তার দৃষ্টি এবং বৃত্তি এমন গুণসম্পন্ন হয়ে যাবে যে, তার দৃষ্টি, বৃত্তি দ্বারা সে অন্যের মধ্যে শুধু গুণগুলোই দেখবে । অপগুণ দেখেও বা বুঝেও বুদ্ধি দ্বারা কারও অপগুণ ধারণ করবেনা অর্থাত্ বুদ্ধিতে সে তা গ্রহণ করবে না । এইভাবে সে হোলিহংস হয় । কাঁকর বুঝতে পেরে সে তা কুড়িয়ে নেবেনা । কার্যতঃ, তার নিজের প্রাপ্ত হওয়া গুণের শক্তি দ্বারা অন্য আত্মাদের অপগুণ সরানোর চেষ্টা করে এবং তাদের গুণবান হতে সহায় হয়, কারণ তার সংস্কার হলো মাস্টার দাতা হওয়ার ।

একজন সর্বাংশ ত্যাগী সদা সবরকম শ্রেষ্ঠ কার্যের দায়িত্বভার তার নিজের বলে মনে করে – সার্ভিসে সফলতার কার্যে, ব্রাহ্মণ আত্মাদের উন্নতির কার্যে, দৃঢ় সংকল্পে দুর্বল বা ব্যর্থ বাতাবরণের পরিবর্তনের কার্যে নিজেকে দায়বদ্ধ আত্মা বলে মনে করে । সেবায় বিঘ্ন হওয়ার কারণে বা সম্পর্ক-সম্বন্ধে নম্বর অনুযায়ী থাকা আত্মাদের কারণে সামান্যতমও অস্থিরতা দেখা দিলে, তখন সর্বাংশ ত্যাগী বেহদের আধারমূর্ত মনে করে চতুর্দিকের অস্থিরতাকে শান্ত করার দায়িত্বভার তার নিজের মনে করবে । এইভাবে বেহদের উন্নতির জন্য সে সদাসর্বদা নিজেকে আধারমূর্ত মনে করবে । সে কখনও মনে করবেনা যে সেই পরিস্থিতি শুধু কোনও বিশেষ স্থানের বা বিশেষ কোনও বোনের বা ভাইয়ের । না ! সে মনে করে, "এটা আমার পরিবার ! আমি বিশ্বকল্যাণকারী নিমিত্ত আত্মা" ! তুমি বিশ্বকল্যাণকারীর টাইটেল লাভ করেছ ! না শুধু স্ব-কল্যাণকারীর টাইটেল আর না-ই সেন্টার কল্যাণকারীর । অন্যের দুর্বলতা অর্থাত্ নিজের পরিবারের দুর্বলতা, এইভাবে সে নিজেকে বেহদের নিমিত্ত আত্মা মনে করে । তার আমিত্ব বোধ থাকেনা, শুধুমাত্র নিমিত্ত হওয়া অর্থাত্ বিশ্ব কল্যাণকারীর আধারমূর্ত, বেহদের কার্যের আধারমূর্ত হওয়ার ভাব বজায় থাকে ।

একজন সর্বাংশ ত্যাগী একই পরিবারের একই কার্যে সদাসর্বদা একরস, একমত – সদা এই স্মৃতিতে এক নম্বর আত্মা হবে ।

সর্বাংশ ত্যাগী সদা নিজেকে প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া ফলস্বরূপ আত্মা অনুভব করে অর্থাত্ সর্বাংশ ত্যাগী আত্মা সদা তাত্ক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ ফলে সম্পন্ন অবিনাশী বৃক্ষের সমান । এইরকম আত্মা সদা প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হয় । এই কারণে সে হদের কর্মের, হদের অল্পকালের যে কোনও ইচ্ছা সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে অর্থাত্ ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয় । প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার কারণে তার মন নিরন্তর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে । সদা স্বাস্থ্যবান । তার মনের কোনও অসুস্থতা থাকবেনা । সদা মনমনাভব থাকবে । তোমরা কী সেইরকম সর্বাংশে ত্যাগী হয়েছ ? তিন বিশেষত্বই তোমার সামনে রেখে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কোন্ ধরণের ত্যাগী ! আমি কতদূর পৌঁছেছি ? কত সিঁড়ি চড়ে বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যের কত কাছে পৌঁছেছি ? সব সিঁড়ি চড়েছ নাকি অল্প কিছু সিঁড়িই চড়েছ ? সাতদিনের কোর্সের মধ্যে থেকে তুমি কতগুলো পাঠ পড়েছ ? সাতদিনের কোর্সের লাস্ট দিনে অর্থাত্ সপ্তম দিনে ভোগ অর্পণ করা হয়, তো বাপদাদা এখন ভোগ দিয়েছেন ? তোমরা তো সবাই গুরুবারে ভোগ দাও, কিন্তু বাপদাদা তো মহাভোগ দেবেন, তাই না ! সন্দেশী ভোগ নিয়ে উপরে সূক্ষ্মবতনে যায়, কিন্তু বাপদাদা ভোগ নিয়ে কোথায় যাবেন ? সবকিছুর আগে নিজেকে ভোগরূপে সমর্পণ করো । ভোগও তো বাবার সামনেই সমর্পণ করো, তাই না ? এখন নিজেকে প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বানিয়ে সমর্পণ করো আর একমাত্র তখনই মহাভোগ হবে । নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে অফার করো । শুধু স্থূল ভোগের অফার কোরোনা, সম্পন্ন আত্মা হয়ে নিজেকে অফার করো । বুঝেছ তোমরা ? বাকি আরও কী করতে হবে তোমাদের বুঝেছ ?

আচ্ছা - একবারই মিলনের বাকি আছে । এমনিতে মিলনের এই রূপরেখায় সাকারে মিলন মেলার আজ এটাই অন্তিম মিলন । প্রোগ্রাম অনুযায়ী, সাকার মিলনের আজ সমাপ্তি সমারোহ । পরে কী হবে তা' আমরা পরে দেখব । তোমরা বাবার থেকে এক্সট্রা বোনাস লাভ করবে । যাই হোক, এই মিলন মেলার সার কী ছিল যা তুমি স্ব-প্রাপ্তির জন্য নিয়েছ ? বাবা যা বলেছেন তা' কি শুধু শুনেছ নাকি নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে তার স্বরূপ হয়েছ ? এই মিলন মেলার সিজন্ বিশেষ কোন্ সিজনাল ফল নিয়ে আসবে ? মিলনের এই সিজন্ থেকে কোন্ ফল বেরোবে ? সিজনাল ফলের মহত্ব আছে, তাই না ! তাহলে, এই সিজন্ থেকে কী ফল বেরিয়েছে ? অবশ্যই বাপদাদার সাথে মিলন তো হয়েছে কিন্তু মিলনের উদ্দেশ্য কী ! মিলন অর্থাত্ সমান হওয়া । তাহলে, সদা বাবা সমান হওয়ার দৃঢ় সংকল্পের ফল বাপদাদাকে দেখাবে, তাই তো ! তেমন ফল তৈরি করেছ ? নিজেকে তৈরি করেছ ? অথবা, এখন শুধু সব শুনেছ, নিজেদের তৈরি হওয়া বাকি আছে ? তোমরা কী শুধু মিলন উদযাপনে যাচ্ছ নাকি সেইরকমই হতে যাচ্ছ ? মিলন উদযাপনের জন্য যেমন উত্সাহ-উদ্দমের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে এখানে আসছ সেইরকম সমান হওয়ার জন্যও তো উড়ছ ! তাই না ? এমনকি তোমাদের আসা যাওয়ার সাধনেও তোমরা প্রতিবন্ধকতা সহ্য করো । যেমনই হোক, উড়তি কলায় যেতে কোনও মেহনতের প্রয়োজন নেই । হদের ডালকে তোমরা তোমাদের সহায় বানিয়ে তার ওপরেই আঁকড়ে ধরে বসে আছ, হে উড়ন্ত বিহঙ্গ, এখন সেই ডাল ছাড়ো । সোনার ডালও ছেড়ে দাও । সোনার হরিণই সীতাকে শোক বাটিকায় পাঠিয়েছিল । এই আমার আমার - আমার নাম, আমার সম্মান, আমার মর্যাদা, আমার সেন্টার, সবই সোনার ডাল । বেহদের অধিকার ছেড়ে হদের অধিকার নিতে চাও - "এটা আমার অধিকার" "এটা আমার কাজ" । এই সমস্ত থেকে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়ে যাও । ওইসব হদের আধার ছেড়ে দাও । তোমরা তো তোতা নও যে মুক্ত হওয়ার জন্য চিত্কার করতে থাকবে ! যতই তারা ছাড়া পাওয়ার জন্য চিত্কার করুক তারা নিজেরাই ছেড়ে যায়না । সুতরাং, এইরকম তোতা হয়ো না । সব ছেড়ে উড়ে যাও । ছেড়ে দেওয়াতেই তো ছাড়, তাই না ! বাপদাদা

তো তোমাদের পাখনা দিয়েই রেখেছেন ! পাখা কী কাজের ? ওড়ার নাকি বসার ? সুতরাং, উড়ন্ত বিহঙ্গ হও অর্থাত্ উড়তি কলায় নিরন্তর উড়তে থাকো । বুঝেছ তোমরা ? একেই বলা হয়ে থাকে সিজিনাল ফল অর্পণ ! আচ্ছা ।

এইরকম সদা প্রত্যক্ষ ফল সম্পন্ন, সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী, নির্বিকারী, সদা সর্ব কর্মে বিকারের অংশমাত্রও স্পর্শ না করে, এইভাবে সর্বাংশে ত্যাগী, সদা উড়ন্ত কলায় উড়ন্ত বিহঙ্গ, এইরকম বাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ
মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করো -

সদা নিজেকে সর্বশক্তিমান আত্মা মনে করো ? সর্বশক্তিমান হওয়া অর্থাত্ সমর্থ হওয়া । যে সমর্থ হবে ব্যর্থের আবর্জনা সে সমাপ্ত করে দেবে । মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাত্ যার ব্যর্থের চিহ্নমাত্র নেই । সদাসর্বদা এই লক্ষ্য রাখো, ব্যর্থকে সমাপ্ত করার সমর্থ আত্মা হওয়ার । ঠিক যেমন সূর্যের কাজ আবর্জনা ভস্ম করা, অন্ধকার দূর করা, আলো দেওয়া, তেমনই মাস্টার জ্ঞান সূর্য অর্থাত্ ব্যর্থের আবর্জনা সমাপ্তকারী অর্থাত্ অন্ধকার যে দূর করে । তুমি যদি প্রভাবিত হও, দুর্বল হয়ে যাবে । বাবা সর্বশক্তিমান আর বাচ্চা দুর্বল ! বাবার এইরকম শুনতেও ভালো লাগেনা । যা কিছুই হোক সদা স্মৃতিতে থাকবে, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান । কখনও ভেবোনা, একলা আমি কী করতে পারি ... একজনই অনেককে বদলে দিতে পারে ! সুতরাং, নিজেক শক্তিশালী হয়ে অন্যকেও বানাও । যদি একটা ছোট প্রদীপ অন্ধকার দূর করতে পারে, তুমি কেন পারবেনা ! সুতরাং, সদা বাতাবরণ বদলের লক্ষ্য রাখো । বিশ্ব-পরিবর্তক হওয়ার আগে সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ পরিবর্তন করে পাওয়ারফুল বায়ুমণ্ডল বানাও ।

যুগলদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

গার্হস্থ্য জীবনে থেকে তোমরা সবাই প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে সদা বাবার অনুরাগী হয়েছ ? তোমরা প্রবৃত্তির কোনও বন্ধনে বাঁধা তো হওনি, তাই না ? যারা লোকলজ্জা বা তাদের সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা তাদের বন্ধনযুক্ত আত্মা বলা হবে । সুতরাং, কোনও বন্ধন না থাকে ! এমনকি মনের বন্ধনও নয় । মনে যেন সামান্যতমও এই সংকল্প না আসে আমার কোনো লৌকিক সম্পর্ক আছে ! লৌকিক সম্বন্ধে থেকেও মনে রুহানী সম্বন্ধের স্মৃতি যেন থাক । এই লৌকিক সম্বন্ধ নিমিত্ত কিন্তু তোমার স্মৃতিতে লৌকিক এবং পারলৌকিক সম্বন্ধ থাকবে । সদা কমল আসনে বিরাজমান থাকো । এমনকি এক ফোঁটা জল বা নোংরা তোমায় যেন স্পর্শ করতে না পারে । কত আত্মার সাথে সম্পর্কে এসেছ সেটা গুরুত্বপুর্ণ নয়, তবে সদাসর্বদা স্নেহশীল এবং পৃথক হয়েও প্রিয় থাকো । তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সেবার নিমিত্ত, দেহের সম্বন্ধ নয় কিন্তু, সেবার সম্পর্ক । দেহের সম্বন্ধের কারণে তোমরা পরিবারের সাথে থাকছনা, সেবার কারণে থাকছ । এটা তোমাদের ঘর নয়, সেবাস্থান । একে সেবাস্থান মনে করলে নিরন্তর সেবার স্মৃতি থাকবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ- বিকাররূপী সর্পকে কন্ঠহার বানাতে সমর্থ সত্যিকারের তপস্বী ভব

মানুষের কাছে এই পাঁচ বিকার বিষধর সাপ কিন্তু তোমরা অর্থাত্ যোগী এবং তপস্বী আত্মাদের জন্যে এই সাপ তোমাদের গলার মালা হয়ে যায় । এইজন্য তারা, তোমরা অর্থাত্ ব্রাহ্মণদের এবং ব্রহ্মাবাবার স্মৃতিচিহ্ন রূপে অশরীরী এবং তপস্বী স্বরূপ শংকরের গলায় সর্পমালা দেখায় । খুশিতে তোমাদের নাচার জন্যে বিকাররূপী সর্প স্টেজ হয়ে যায় । এটা তারা দেখিয়েছে তোমাদের জয়ের নিদর্শন স্বরূপ বা এভাবে বলা যেতে পারে মায়ার তোমাদের কাছে অধীনতা স্বীকার করা । তোমাদের রূহানী স্থিতি হলো স্টেজ । যখন তোমরা বিকারের ওপর বিজয়লাভ করবে তখনই তোমাদের বলা হবে প্রকৃত তপস্বী ।

স্লোগানঃ– পুরানো সংসার বা পুরানো সংস্কারে থেকে মরে যাওয়াই, বেঁচে থেকে মরে যাওয়া ।